1986 সালের ঘোষিত জাতীয় শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যা জানো লেখ।

> ১৯৬৮ সালের ২৭ জুলাই স্বাধীন ভারতে প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়, তারপর ১৯৭৯ সালে ভারতে দ্বিতীয় দফা জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়, ১৯৮৫ সালের ১৯শে আগস্ট কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক নূতন শিক্ষানীতির জন্য 'Challenge of Education' বা 'শিক্ষার চ্যালেঞ্জ' নামে একটি দলিল প্রকাশ করেছেন এবং তৎকালিন প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধি ও নতুন একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ২০ শে এপ্রিল একটি জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রকাশিত হয়, এটিতে ১২টি অধ্যায় আছে প্রথম ও শেষ অধ্যায় বাদে বাকি দশটি অধ্যায়ে ভারতের শিক্ষার গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, নীচে এই শিক্ষানীতির প্রধান বিষয়গুলি উল্লিখিত হল:-

① **ভূমিকা:-**

শিক্ষাকে মানব সম্পদ উন্নয়নের কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

② **লক্ষ্য ও দায়িত্ব:-**

ⓐ জাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ,
ⓑ বিজ্ঞান মনস্কতা ও স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা,
ⓒ সমাজকে প্রয়োজনীয় জনশক্তি সরবরাহ করা,

③ **জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা:-**

ⓐ **প্রকৃতি:-**

i) সকলের জন্য শিক্ষা,
ii) শিক্ষার কাঠামো হবে 10+2+3
iii) জাতীয় পাঠক্রমের প্রবর্তন,
iv) প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি করণ,
v) শিক্ষার ন্যূনতম মান নির্ধারণ ও তা বজায় রাখা,

Scanned with CamScanner

ⓑ দায়িত্ব বন্টন:-

i) জাতীয় শিক্ষা ও গবেষণা N.C.E.R.T,
ii) জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসন সংস্থা - N.I.E.P.A
iii) জাতীয় কারিগরি শিক্ষা সংস্থা — N.C.T.E.
iv) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি সংস্থা — U.G.C.
v) রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় যৌথভাবে দায়িত্ব গ্রহণ,

④ সাম্যের জন্য শিক্ষা:-

ⓐ নারীশিক্ষা:-

i) সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ,
ii) বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি
iii) গ্রাম বস্তিতে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি,

ⓑ তপশীলি জাতি ও উপজাতি:-

i) শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি,
ii) ঐ শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ,
iii) আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা,
iv) আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন,

ⓒ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়:-

i) শিক্ষায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি,
ii) বিদ্যালয় স্থাপনের বিশেষ নীতি,
iii) মূল জাতীয় শিক্ষার সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ পাঠক্রম রচনা,

ⓓ প্রতিবন্ধী:-

i) বিশেষ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি,
ii) বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা,
iii) জেলাস্তরে একটি করে বিদ্যালয় স্থাপন,

ⓔ বয়স্ক শিক্ষা:-

i) বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বয়স্কশিক্ষার প্রসার,
ii) বন্দীদের জন্য মৌখিক শিক্ষার প্রবর্তন,

Scanned with CamScanner

iii) 15-35 বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরতা ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি,

⑤ শিশু কল্যাণ ও শিক্ষার:-

ⓐ প্রাক্‌ - প্রাথমিক স্তর:-

প্রাক্‌ প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশু কল্যাণ কর্মসূচির,

ⓑ প্রাথমিক স্তর:-

i) 14 বছর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার গুণগত মানবৃদ্ধি,

ii) বিদ্যালয় ত্যাগী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা,

ⓒ মাধ্যমিক স্তর:-

i) গুণগতমান বৃদ্ধি ও পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন,

ii) বৃত্তিমুখী পাঠ্যক্রম প্রবর্তন,

iii) প্রমাণনির্দেশক বিদ্যালয় স্থাপন,

ⓓ উচ্চ শিক্ষার স্তর:-

i) প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলিতে সুযোগ সুবিধার বৃদ্ধি,

ii) নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন স্থগিত,

iii) স্বশাসিত কলেজ ব্যবস্থা প্রবর্তন,

iv) পাঠ্যসূচীর আধুনিকীকরণ,

v) গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যান্য সংস্থার ক্ষেত্রে সমন্বয় স্থাপন,

vi) রাজ্যের উচ্চশিক্ষার পরিচালনা,

vii) মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার সম্প্রসারণ,

viii) শিক্ষাকে চাকুরি থেকে বিচ্ছিন্ন করণ,

ix) গ্রামীণবিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন,

⑥ কারিগরি ও পরিচালনগত শিক্ষা:-

i) কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ,

ii) শিক্ষার নিম্নস্তরে কারিগরি শিক্ষার প্রবর্তন,

iii) আই.টি. আর্ট গুলিতে প্রয়োজন ভিত্তিক নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা,

iv) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গির সংযোজন,

v) কর্মীদের প্রয়োজন,

7) শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণঃ-

(a) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীঃ-

i) দায়বদ্ধতা সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন করা,

ii) মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা,

iii) শৃঙ্খলার পরিবেশ রচনা,

iv) বিদ্যালয় গুলির মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন,

8) বিষয় বস্তু ও পদ্ধতির পুনর্বিন্যাসঃ-

i) শিক্ষায় মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব,

ii) ত্রিভাষা সূত্রকে কার্যকর করা,

iii) শিক্ষামূলক কারিগরি বিদ্যার প্রয়োগ,

iv) বাস্তব সম্মত কর্ম অভিজ্ঞতা দানের ব্যবস্থা,

v) পরিবেশ সচেতনতার ব্যবস্থা,

vi) শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা,

vii) পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার,

9) শিক্ষকঃ-

i) নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন,

ii) আচরণবিধি পরিবর্তন,

iii) মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন,

iv) প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি,

v) N.C.T.E, D.I.E.T, S.C.E.R.T ইত্যাদি সংস্থা স্থাপন,

10) শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনাঃ-

i) কেন্দ্রীয় স্তরে CABE এর উপর দায়িত্ব অর্পণ,

Scanned with CamScanner

ii) রাজ্যস্তরে SABE ও তাদের দায়িত্ব অর্পণ,

iii) প্রশাসকদের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন,

iv) Indian Education service (IES) প্রবর্তন,

(11) আর্থিক সংস্থান ও পুনঃ বিবেচনাঃ-

i) অনুদান নীতির সরলী করণ,

ii) বেসরকারী নিয়োগ কর্তাদের নিয়োগ করণ,

iii) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক ব্যয় ভার গ্রহণ,

iv) বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি 6% ও তার বেশি,

(12) বৈশিষ্ট্যঃ-

i) সর্বস্তরে সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি,

ii) সকলের মনে দৃঢ় প্রত্যয় আনা,

সুতরাং এই জাতীয় শিক্ষানীতিতে যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে তা দেশের সার্বিক শিক্ষা উন্নয়ন এবং অগ্রগতিতে সাহায্য করবে তবে এই জাতীয় শিক্ষানীতির কিছু সুপারিশ সংস্কারের জন্য ১৯৯০ সালে রামমূর্তি কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং এই কমিটি 1992 সালে গঠিত জনার্দন রেড্ডী কমিটিতে তার সুপারিশ জমা দেয় যা POA নামে পরিচিত, এই শিক্ষানীতি গুলি যদি পরিপূর্ণ ভাবে গঠিত করা যায় তা হলে ভারতীয় শিক্ষা একটি নতুন আঙ্গিকের লাভ করবে,

Scanned with CamScanner